এসএসএস বুলেটিন

একটি ত্রৈমাসিক

বর্ষ • ১৫ সংখ্যা • ৩ ও ৪ জুলাই-ডিসেম্বর • ২০১৯

নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের মাঝে ২৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অনুদান

তিনশতাধিক রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ...

টাঙ্গাইল ও গাজীপুরে নাক, কান ও গলাবিষয়ক চিকিৎসা ক্যাম্পে ৩১৫ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়েছে। এসএসএস-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে সেপ্টেম্বর মাসে তিনটি পৃথক চিকিৎসা ক্যাম্পের মাধ্যমে এই চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়।

টাঙ্গাইল: ২২ সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইল সদর উপজেলার দাইন্যা ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে ৬২ জন রোগী এবং ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ দাইন্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৯১ জন রোগীকে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও পরামর্শ দেয়া হয়। দুটি ক্যাম্প হতে ২৮ জন রোগীকে উচ্চতর সেবা প্রদানের জন্য রেফার করা হয়। এসএসএস হাসপাতালের ডা. মো. আব্দুল ওয়াদুদ মিয়া রোগিদের চিকিৎসা প্রদান করেন। তাকে এসএসএস হাসপাতালের একজন নার্স সহায়তা করেন।

গাজীপুর: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ কালীগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরসাদী ইউনিয়নের উত্তর খলাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাক, কান, গলা বিষয়ে এক চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পে মোট ১৬২ জন রোগীকে ব্যবস্থাপত্র ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং ২০ জন রোগীকে উচ্চতর সেবা প্রদানের জন্য রেফার করা হয়।

সম্পাদক
আব্দুল হামিদ ভূইয়া

প্রকাশনায়
এসএসএস
এসএসএস ভবন, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল
ফোন: ০৯২১-৬৩১৯৫, ৬৩৬২২
ই-মেইল: ssstgl@btcl.net.bd
Website: www.sss-bangladesh.org

কপিরাইট © এসএসএস
প্রিন্টেক প্রেস, নীলক্ষেত, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

স ম্পা দ কী য়

নদী ভাঙ্গন মোকাবেলায় সমন্বিত প্রয়াস জরুরি...

দুর্যোগ দারিদ্র্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। মাত্রা ও তীব্রতার বিচারে নদী ভাঙ্গন একটি অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর প্রভাবে জনজীবনে বিপর্যয় ঘটে, দেশের অর্থনীতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

প্রতিবছর বাংলাদেশের মোট প্লাবনভূমির পাঁচ শতাংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় (তথ্য: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)। আমাদের প্রায় ১০০টি উপজেলায় নদী ভাঙ্গন বিদ্যমান। এরমধ্যে ৩৫-৪০টি উপজেলায় এর ক্ষয়ক্ষতি ও প্রভাব বর্ণনাতীত। বিশেষ করে প্রতিবছর ৪০ লক্ষ জনগোষ্ঠী নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে। হরণ করে হাজার হাজার জীবন (তথ্য: এশিয়ার দুর্যোগ দূরীকরণ কেন্দ্র--এডিআরসি)।

একটি প্রবণতা লক্ষণীয়--দুর্যোগ হানা দেওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের কথা আমাদের চিন্তায় আসে। সরকারি-বেসরকারি-পর্যায়ে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে এই ভাবনা: দুর্যোগ আসার আগেই হওয়া উচিত। দেশের কোন কোন অঞ্চলে নদী ভাঙ্গতে পারে, কে এর ভুক্তভোগী হবে, ক্ষয়ক্ষতি কী পরিমাণ দাঁড়াবে এবং অন্যান্য সমস্যাসমূহ পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে।

নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সর্বোচ্চ-স্তর হতে জোরদার করতে হবে। নদী ভাঙ্গন-প্রবণ অঞ্চলের বসবাসকারীদের স্থায়ীভাবে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করতে হবে। এরজন্য সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতায় জাতীয়-পর্যায়ে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা যেতে পারে। অন্যদিকে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নদী শাসন কর্তৃপক্ষ, দুর্যোগ ও ত্রাণ কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে সজাগ দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

এছাড়াও জন-সচেতনতা সৃষ্টি ও সবুজ অর্থনীতির (বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ) বিস্তার ঘটাতে হবে। দুর্যোগোত্তর বাস্তুহারা ও আক্রান্ত পরিবারের পাশে বিশেষ সহযোগিতা--খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসাসেবা, বস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে দাঁড়াতে হবে। ব্যক্তি সমাজ প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও মোকাবেলা সম্ভব। এ-বিষয়ে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান রইল।

একটি প্রবণতা লক্ষণীয়--দুর্যোগ হানা দেওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের কথা আমাদের চিন্তায় আসে। সরকারি-বেসরকারি-পর্যায়ে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে এই ভাবনা: দুর্যোগ আসার আগেই হওয়া উচিত। দেশের কোন কোন অঞ্চলে নদী ভাঙ্গতে পারে, কে এর ভুক্তভোগী হবে, ক্ষয়ক্ষতি কী পরিমাণ দাঁড়াবে এবং অন্যান্য সমস্যাসমূহ পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে।

নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের মাঝে ২৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অনুদান

চলতি অর্থ-বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৯ বন্যা ও নদী ভাঙ্গনে বশতবাড়ি হারানো ও নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ৯৪ জন সদস্যের মাঝে ২৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে এসএসএস। সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের আওতাধীন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া টাঙ্গাইল ও কুড়িগ্রাম জেলার এসএসএস-এর সদস্যদের মধ্যে এই অর্থ এককালীন অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়।

এসএসএস-এর ঋণ কার্যক্রমের আওতাধীন কর্মএলাকায় বিগত বন্যাকালীন নদী ভাঙ্গনে টাঙ্গাইল জেলায় ৮২ জন এবং কুড়িগ্রাম জেলায় ১২ জন সদস্য/ঋণ গ্রহীতার বশত বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। খাদ্য ও বসত বাড়ির অভাবে তাদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা নিদারুণ কষ্টে জীবনযাপন করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসএস ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের মাঝে আর্থিক অনুদান প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সংস্থার উদ্বৃত্ত তহবিল থেকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় জনপ্রতি ত্রিশ হাজার টাকা করে মোট ৯৪ জন সদস্যকে ২৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির অনুমোদন চেয়ে গত ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে একটি পত্র লেখা হয়। ২১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির পক্ষ হতে 'নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অনুদান বিতরণের অনুমোদন' করে এসএসএসকে একটি পত্র দেয়।

এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট অমলেন্দু মুখার্জী ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন

টাঙ্গাইল জেলার ৮২ জন সদস্যকে ৩০ নভেম্বর এবং কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার বেগমগঞ্জ শাখার অধীনে ১২ জন সদস্যকে ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এসএসএস। দুটি অনুষ্ঠানে ৯৪ জন নারী সদস্যদের প্রত্যেককে ত্রিশ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়।

এসএসএস টাঙ্গাইল ফাউন্ডেশন অফিসে অনুদান প্রদানঃ অনুদান পেলেন ৮২ সদস্য

৩০ নভেম্বর ২০১৯ (শনিবার) সকাল সাড়ে দশটায় এসএসএস-এর টাঙ্গাইল ফাউণ্ডেশন অফিসের মিলনায়তনে এক আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি-এমআরএ'র এক্রিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট অমলেন্দু মুখার্জী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ অনুদান প্রদান করেন।

এসএসএস-এর নির্বাহী পরিষদের সহসভাপতি আব্দুর রউফ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া, টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাবের সভাপতি জাফর আহম্মেদ ও সাধারণ সম্পাদক কাজী জাকেরুল মওলা।

এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট অমলেন্দু মুখার্জী বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান যেমন এসএসএস-এর, ঠিক তেমন এটি আবার সরকারেরও। কেননা, সরকার ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুশৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যেই এমআরএ প্রতিষ্ঠা করেছে।

এসএসএস-এর সদস্যদের বিভিন্ন সংকটময় সময়ে এসএসএস-এর গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, এসএসএস যেমন তার সদস্যকে ঋণ দেয়, ঋণের কিস্তি ওঠায় আবার সদস্যদের নানা সংকটে আর্থিক সহায়তাও করে থাকে। সদস্যরা এই যে নানা সংকটে নানাপ্রকার উপকার পেয়ে থাকে-এটিই হলো ক্ষুদ্র ঋণের সৌন্দর্য। আর আমার দেখা, এসএসএস এ কাজটি বেশি বেশিই করে থাকে।

এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া বলেন, আমাদের

এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করছেন

সদস্যদের নানা দুর্যোগে আমারা আমাদের সীমিত সম্পদ নিয়ে তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করি। নদীভাঙ্গন একটি বড় সমস্যা বিশেষ করে দেশের বড় বড় নদী প্রবাহমান এলাকায়। এই সমস্যার সমাধান আমাদের হাতে নেই। তবু আমরা মানবিকতা দেখিয়ে আমাদের সীমিত সাধ্য নিয়ে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াই। বন্যা, নদীভাঙ্গন ও সর্বোপরি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা আমাদের সদস্যদের পাশে থাকি। তিনি আরও বলেন, আমরা ভবিষ্যতেও নানা সংকটে সদস্যদের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও এসএসএস-এর নির্বাহী পরিষদের সদস্য কাজী জাকেরুল মওলা বলেন, যমুনা সেতু থেকে নাগরপুর পর্যন্ত ভেড়িবাধ নির্মাণ হলে নদীভাঙ্গনের শিকার হওয়া লোকগুলি উপকৃত হবে।

প্রেসক্লাবের সভাপতি জাফর আহমেদ বলেন, এসএসএস-এর ত্রাণ তৎপরতা সবসময়ই উল্লেখ করার মত। সদস্যদের সংকটে ও দুর্যোগে এসএসএস যেভাবে পাশে থাকে তা অন্য সবার জন্যে দৃষ্টান্ত। সংকটময় মুহূর্তে এভাবে সদস্যদের পাশে থাকার ফলে সদস্যরা ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়।

এসময় অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক আবদুল লতীফ মিয়া, প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক সাধন চন্দ্র গুণ, মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের পরিচালক মাহবুবুল হক ভূইয়া, উপপরিচালক কামরুল আহসান (হিসাব), আমিনুল ইসলাম খান (অডিট), স,ম ইয়াহিয়া (ঋণ), আহসান হাবি (ঋণ), মাজহারুল হক ভূঞাঁ (ঋণ), সহকারী পরিচালক মোবারক হোসেনসহ (প্রকাশনা) এসএসএস-এর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন

এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট অমলেন্দু মুখার্জী নদীভঙ্গনে বাস্তুভিটা হারানো এক নারীর হাতে ত্রাণের নগদ অর্থ তুলে দিচ্ছেন

প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং আর্থিক অনুদানপ্রাপ্ত ৮২ জন নারী সদস্য। সমস্ত অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন এসএসএস-এর ঋণ বিভাগের পরিচালক সন্তোষ চন্দ্র পাল।

> *টাঙ্গাইল জেলার ৮২ জন সদস্যকে ৩০ নভেম্বর এবং কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার বেগমগঞ্জ শাখার অধীনে ১২ জন সদস্যকে ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এসএসএস। দুটি অনুষ্ঠানে ৯৪ জন নারী সদস্যদের প্রত্যেককে ত্রিশ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়।*

কুড়িগ্রামে অনুদান প্রদানঃ ১২ সদস্য পেলেন অনুদান

কুড়িগ্রাম জেলার বেগমগঞ্জ শাখার মাধ্যমে এসএসএস-এর ১২ জন সদস্যের প্রত্যেককে এককালীন ত্রিশ হাজার করে টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়। ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ সকালে বেগমগঞ্জ শাখায় অনানুষ্ঠানিকভাবে ১২ জন নারী সদস্যকে চেক প্রদান করা হয়।

কেজিএফ কর্মসূচির মাঠ দিবস

কেজিএফ কর্মসূচির আওতায় ব্রি ধান ৭১-এর ফলাফলবিষয়ক এক মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। মাঠ দিবসটি ২৯ অক্টোবর ২০১৯ বাঘিল ইউনিয়নের পিচুরিয়া গ্রামের ইসমাইল হোসেনের প্রদর্শনী ধানক্ষেত (ব্রি ধান ৭১) সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।

এ উপলক্ষে ২৯ অক্টোবর বিকালে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক মো. ইউনুসুর রহমান শাহজাহান। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাঘিল ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ড সদস্য আব্দুর রহমান, জ্যেষ্ঠ সহকারী কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (প্রাণিসম্পদ) ডা. মো. মাসুদুল আলম, কর্মসূচি কর্মকর্তা মো. আব্দুস সালাম, বাঘিল ও বৈল্যা শাখার শাখা ব্যবস্থাপকদ্বয়, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ।

উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস), পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে KGF (Kuwait Goodwill Fund for Promotion of Food Security in Islamic Countries) কর্মসূচি সখিপুর, তক্তারচালা, এলেঙ্গা ও কালিহাতি শাখায় শুরু করে। এরপর চাপড়ী শাখায় সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পের কার্যক্রম সংস্থার সুরুজ, দাইন্যা ও বৈল্যা শাখায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

ব্রি ধান ৭১-এর ফলাফলবিষয়ক মাঠ দিবসের আলোচনার একাংশ

অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে পরিচালনা করেন কেজিএফ কর্মসূচির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন।

যুব দিবস উদ্‌যাপন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ‘উন্নয়নে যুবসমাজ’ কার্যক্রমের আওতায় জাতীয় যুব দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপিত হয়েছে। পহেলা নভেম্বর ২০১৯ দিনব্যাপী এ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে পহেলা নভেম্বর সকাল ১০টায় দাইন্যা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. লাভলু মিয়া লাবুর নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি দাইন্যা ইউনিয়ন পরিষদ হতে শুরু হয়ে আশপাশের এলাকা প্রদক্ষিণ করে ইউনিয়ন পরিষদে এসে শেষ হয়।

এরপর সকল ১১টায় ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান মো. লাভলু মিয়া লাবু। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস-এর সমৃদ্ধি ও নেম কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো. জাহাঙ্গীর হোসেন খান এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মহির উদ্দিন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির এসডিও মো. তারিকুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার (নেম) মো. আক্কেল আলী এবং যুব প্রতিনিধি জুলেখা আক্তার।

জাতীয় যুব দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা

অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে পরিচালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির এসডিও মো. সাইফুল ইসলাম।

এসময় যুব কমিটির সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে যুব কমিটির সদস্যবৃন্দের মাধ্যমে বাস্তবায়িত দেয়াল পত্রিকা ‘স্বর্ণালি বিন্দু’-এর লেখকদের মধ্যে নির্বাচিত নয়জনের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আবৃত্তি, গল্পবলা ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

এসএসএস-এর সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় টাঙ্গাইলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গণিত, আবৃত্তি, গল্পবলা ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতাটি এসএসএস-এর আয়োজনে ২০ নভেম্বর ২০১৯ এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে, ২১ নভেম্বর বাঘিল কে কে উচ্চ বিদ্যালয়ে, ২৩ নভেম্বর পুলিশ লাইনস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ২৪ নভেম্বর সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোমে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ২৮০ জন ছাত্রছাত্রী (প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান হতে ৭০ জন করে) অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতা শেষে প্রত্যেক ইভেন্টে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

গণিত, আবৃত্তি, গল্পবলা ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার একাংশ

এসময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ এবং এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

কার্যকর কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

এসএসএস-এর ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে শিক্ষানবিস সহকারী শাখা ব্যবস্থাপকদের ছয় দিনব্যাপী কার্যকর কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ (শেষ পর্ব) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এসএসএস-এর প্রশিক্ষণ বিভাগের আয়োজনে প্রশিক্ষণটি ১২ থেকে ১৭ অক্টোবর ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ জন শিক্ষানবিস সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন প্রশিক্ষণে।

১৭ অক্টোবর বিকাল তিনটায় এসএসএস ফাউন্ডেশন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস-এর নির্বাহী

কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ সেশনের শেষ-পর্ব

পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিচালক (ঋণ) সন্তোষ চন্দ্র পাল এবং পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সাধন চন্দ্র গুণ।

সত্যবাদিতা ও পরোপকারিতা বিষয়ক কর্মশালা...

মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক কর্মকাণ্ডের অধীনে টাঙ্গাইলের পাঁচটি স্কুল ফোরামে সত্যবাদিতা ও পরোপকারিতা বিষয়ক পাঁচটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মশালাগুলি এসএসএস-এর আয়োজনে পহেলা আগস্ট আশেকপুর জোবায়দা উচ্চ বিদ্যালয়, ৩ আগস্ট এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, ৪ আগস্ট পুলিশ লাইনস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ৫ আগস্ট বাঘিল কে কে উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৬ আগস্ট এসএসএস-সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোমে অনুষ্ঠিত হয়।

পাঁচটি স্কুল ফোরামের মোট ১৫০ জন কিশোর-কিশোরী (প্রত্যেক ফোরামে ৩০ জন করে) অংশগ্রহণ করে। কর্মশালায় কিশোর-কিশোরীদের সর্বক্ষেত্রে সত্যবাদিতা ও পরোপকারিতা চর্চা এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এসব গুণাবলীর ওপর সচেতনতা তৈরির গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এসএসএস ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত কর্মশালাগুলিতে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রবীণরা সমাজের দর্পণ

প্রবীণরা সমাজের বুঝা না, তাঁরা আমাদের সমাজের দর্পণ, তাঁরা জীবন্ত জ্ঞানভান্ডার, যে সমাজে ও পরিবারে মূল্যবোধ চর্চা হয় না সে সমাজে প্রবীণদের মূল্যায়ণ নেই, সে সমাজ উন্নত নয়, আমরা প্রবীণদের মূল্যায়ন করতে চাই।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রবীণ দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন দাইন্যা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান লাভলু মিয়া লাবু। পহেলা অক্টোবর ২০১৯ এসএসএস-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচি দাইন্যা ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস আয়োজন করে।

আলহাজ আব্দুল মজিদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে লাভলু মিয়া লাবু আরও বলেন, দাইন্যা ইউনিয়নের জন্য আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। কেননা, এসএসএস এখানে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছে, মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করণে কাজ করছে। আমি সিলেটে এক অনুষ্ঠানে এসএসএস-এর কার্যক্রম তুলে ধরে বলেছিলাম 'এসএসএস মানুষের জন্য কাজ করে'। তিনি সকল প্রবীণদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আপনারা ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ড থেকে দুজন করে মোট ১৮জন প্রবীণ নির্বাচন করুন, আমি তাদের প্রতিবছর নিজ উদ্যোগে পুরস্কার দেব।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন এসএসএস-এর উপপরিচালক আমিনুল ইসলাম খান, সহকারী পরিচালক মোবারক হোসেন, ইউপি সদস্য শরীফুজ্জামান পলাশ, আলহাজ জামাল উদ্দিন, রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০১৯-এর র‍্যালি

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো. জাহাঙ্গীর হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে তিনজন প্রবীণকে সম্মাননা জানানো হয়। সম্মননার অনুভূতি প্রকাশ করতে প্রবীণরা আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়েন এবং এসএসএস-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শিক্ষক আলহাজ তোজাম্মেল হক বলেন, দাইন্যা ইউনিয়নে প্রবীণ কার্যক্রম চালু করায় আমরা খুব গর্বিত। এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য এসএসএস-এর প্রতি অনুরোধ করছি। প্রবীণ শাহাদাত হোসেন বলেন, এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমরা আন্তরিকভাবে সহায়তা করব। বীর মুক্তিযোদ্ধা আক্তারুজ্জামান বলেছেন, এসএসএস প্রবীণদের জন্য বসার ব্যবস্থা করেছে, নানাভাবে সম্মান জানাচ্ছে, আমরা সম্মানবোধ করছি, আমরা কৃতজ্ঞ।

বাউল গান

স্থানীয় লোকজ ঐতিহ্য বিষয়ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাউল গান এবং যাদু প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। টাঙ্গাইল শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এসএসএস-এর আয়োজনে ৭ ডিসেম্বর ২০১৯ সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন এসএসএস-এর শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির পরিচালক আবদুল লতীফ মিয়া। এসময় এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ প্রতিনিধির এসএসএস সমৃদ্ধি কার্যক্রম পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এসএসএস-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেছেন। ১৮ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ টাঙ্গাইল সদর উপজেলার তোরাপগঞ্জ ও চারাবাড়ী শাখার অধীনে বাস্তবায়িত এসএসএস-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

পিকেএসএফ-এর চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এসএসএস-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেছেন। ১৮ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ টাঙ্গাইল সদর উপজেলার তোরাপগঞ্জ ও চারাবাড়ী শাখার অধীনে বাস্তবায়িত এসএসএস-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

পিকেএসএফ-এর নতুন নিয়োগ পাওয়া তিনজন সহকারী ব্যবস্থাপক এবং একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার সমন্বয়ে চার সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার একেএম ফায়জুল হক। প্রতিনিধি দলের অন্য তিন সহকারী ব্যবস্থাপক হলেন অনিকা জামান, মো. আকরাম হোসেন ও মো. মেহেদী হাসান। প্রতিনিধি দলের সমন্বয়কারী জানান, পিকেএসএপ-এর নতুন নিয়োগ পাওয়া ১৪জন সহকারী ব্যবস্থাপককে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন জেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহে হাতে-কলমে কর্মসূচি সম্পর্কে ধারনা অর্জনের জন্যে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত কাজগুলি তারা পরিদর্শন করছেন।

এসএসএস-এর তোরাপগঞ্জ এবং চারাবাড়ী শাখার দাপ্তরিক কার্যক্রম বিশেষ করে বিভিন্ন বিল-ভাওচার, আদায় সিট, নথিপত্র, ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া, মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সমিতির মিটিং, সদস্যদের দ্বারা বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকার আইজিএ পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলেন। সমৃদ্ধি কার্যক্রমের বাইরেও এসএসএস-এর অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেন কর্মকর্তারা। এগুলির মধ্যে কুইচবাড়ীতে অবস্থিত সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম, এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল ও এসএসএস হাসপাতাল অন্যতম।

প্রতিনিধি দলকে সার্বিকভাবে সহায়তা করেন এসএসএস-এর উপপরিচালক মো. মাজহারুল হক ভূঞাঁ, সহকারী পরিচালক মোবারক হোসেন, এনরিচ ও নেম কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো. জাহাঙ্গীর হোসেন এবং সমৃদ্ধি ও নেম কর্মসূচির সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীগণ।

এসএসএস-এর তিন কর্মী প্রয়াত

গত ছয়মাসে এসএসএস-এর মাঠ পর্যায়ের তিনজন কর্মী মারা গেছেন। একজন মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে, একজন কিডনী রোগে এবং অপরজন সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান।

সামিউল আলম
বয়স: ৩৬
শাখা হিসাব রক্ষক

টাঙ্গাইলের মধুপুর শাখার শাখা হিসাব রক্ষক সামিউল আলম (৩৬) ২১ নভেম্বর ২০১৯ মস্তিস্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে ময়মনসিংহের প্রান্ত স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে মারা যান। তার পিতা মরহুম ফজলুল হক, গ্রাম খোর্দ জোনাইল, ডাকঘর জোনাইল বাজার, উপজেলা মাদারগঞ্জ, জেলা জামালপুর।

মো. আয়ুব আলী
বয়স: ২৮
অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার

রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার চৌধুরানী শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার মো. আয়ুব আলী (২৮) কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়ে কুড়িগ্রামে নিজ বাড়িতে ৩ অক্টোবর ২০১৯ রাত আনুমানিক ১২টার দিকে মারা যান। তার পিতার নাম মো. আজিজুল হক, গ্রাম মহিধর খন্ডক্ষেত্র, ডাকঘর মীরের বাড়ি, উপজেলা রাজার হাট, জেলা কুড়িগ্রাম।

আনন্দ কুমার পাল
বয়স: ৩৭
শাখার বার্তাবাহক

নরসিংদী জেলার ইটাখোলা শাখার বার্তাবাহক আনন্দ কুমার পাল (৩৭) ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মারা যান। তার পিতার নাম নিরঞ্জন কুমার পাল, গ্রাম ঘোষগাঁতী, ডাকঘর ও উপজেলা উল্লাপাড়া, জেলা সিরাজগঞ্জ।

তিনজন কর্মীর মৃত্যুতে সংস্থার পক্ষ হতে প্রয়াতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানানো হয়েছে।

শৈশব-কৈশোরের প্রতিপালন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বিবাহ: সবই এসএসএস-এর অভিভাবকত্বে সুসম্পন্ন

বর ও কনে

শনিবার, ষোলই নভেম্বর ২০১৯। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কুইজবাড়ীতে অবস্থিত সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম রঙিন সাজে সেজেছিল। এসএসএস প্রতিষ্ঠিত সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোমের ছেলেমেয়েরাও যার যার মত করে সেজেছিল। পুরো ক্যাম্পাসে ছোঁয়া লেগেছিল রঙ-তুলির নকশা। পনেরোই নভেম্বর কোন ক্লাশ নেই, অনুশীলন নেই, শুধুনই আনন্দ করার দিন। গায়ে হলুদ, বিয়ের সাজ, বাদ্য-যন্ত্র, রান্না-বান্না কী নেই এখানে! এসব রঙ-তুলির আঁকা-আঁকি আর আনন্দের ফল্গুধারার মধ্যবৃত্তের কেন্দ্রীয় অবস্থান যাদের নিয়ে তারা হলেন বন্যা-ওবায়দুল। দুই-এ দুই-এ চার চোখের চোখাচুখি আর মালা বদলের মধ্য দিয়ে পরিণয়ে আবদ্ধ হলো সোনার বাংলার বর-কনে ওবায়দুল কাদের ও বন্যা আক্তার। এ বন্ধন যেন আমৃত্যুর অশেষ ভালবাসার দেবদাস-পার্বতী!

কনের সাথে এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক

বন্যা ও ওবায়দুলের বিয়ে

কন্যা বন্যা আক্তার, পিতা আমিরুল ইসলাম, মাতা লাইলী আক্তার, দুই ভাই এক বোন। তিনি কুইজবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করে ছোট বাসালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন। এসএসসি পাশ করার পর টাঙ্গাইল কুমুদিনী সরকারি মহিলা কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোমে অবস্থান করে পড়ালেখা করেছেন, বড় হয়েছেন, আবার সেখান থেকেই বিয়ে অত:পর স্বামীর হাত ধরে হোম থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। তিনি বর্তমানে এসএসএস-এর জামালপুর যোনের ইসলামপুর শাখায় সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

বর ওবায়দুল কাদেরও কুইজবাড়ীতে অবস্থিত এসএসএস-এর সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোমে থেকে পড়ালেখা করেছেন। তিনিও কুইজবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছেন। ছোট বাসালিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেন। এরপর ভর্তি হন লায়ন নজরুল ইসলাম কলেজে। সেখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর ঢাকার তেজগাঁ কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই স্নাতক ও ঢাকা কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। ওবায়দুল কাদের-এর পিতার নাম বাচ্চু মন্ডল, মাতা রুবি বেগম এবং দুই ভাই এক বোন। ওবায়দুল বর্তমানে সিরাজগঞ্জের কড্ডারমোড়ে বসবাস করেন এবং ব্যবসার কাজে জড়িত হয়েছেন।

ওবায়দুল-বন্যার বিয়েতে বেশ কিছুসংখ্যক আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। এসএসএসএর নির্বাহী পরিচালকসহ সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, সাংবাদিক, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতি ছিল উল্লেখ করার মত। প্রায় ২৫০ জন অতিথির জন্যে দুপুরে ভারিভোজের আয়োজন করা হয়। এসএসএস-এর তত্ত্বাবধানে বন্যা-ওবায়দুলের বিয়েসহ ১৭তম বিয়ে অনুষ্ঠিত হলো সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোমে।

এই বিয়ে অনুষ্ঠান আনন্দপূর্ণ ও সার্বিক আয়োজনে ইসিডিপির পরিচালক, সমন্বয়কারী ও প্রিন্সিপাল অনবদ্য পরিশ্রম করেছেন।

বিয়ে উপলক্ষে আপ্যায়ন

দশ হাজার চারা বিতরণ

অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন (নেম) কর্মসূচির অধীনে সদস্যদের মাঝে দশ হাজার ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। এসএসএস-এর দাইন্যা, বৈল্যা, চারাবাড়ী, তোরাপগঞ্জ ও বেগুনটাল শাখার অধীনে আগস্ট মাসজুড়ে এ চারাগুলি বিতরণ করা হয়।

চারাগুলোর মধ্যে জলপাই, আমলকি, বহেরা, হরতকি, লেবু, কদবেল, পেয়ারা, অর্জুন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চারা বিতরণ উপলক্ষে ৪ আগস্ট ২০১৯ দাইন্যা শাখায় উপস্থিত ছিলেন এসএসএস-এর উপপরিচালক (ঋণ) স,ম, ইয়াহিয়া, সমন্বয়কারী (সমৃদ্ধি ও নেম) মো. জাহাঙ্গীর হোসেন খান, এরিয়া ম্যানেজার (চারাবাড়ী) মো. আনিছুর রহমান এবং সমৃদ্ধি ও নেম কর্মসূচির কর্মীবৃন্দ।

নেম কর্মসূচির অধীনে বিনামূল্যে চারা বিতরণ করা হচ্ছে

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে কর্মশালা

এসএসএস-এর কৈশোর কর্মসূচির আওতায় টাঙ্গাইলের ছয়টি কিশোর-কিশোরী ক্লাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মশালাগুলি এসএসএস-এর আয়োজনে ২৫ আগস্ট আশেকপুর কিশোর ক্লাব, ২৬ আগস্ট পাড় দিঘুলিয়া কিশোরী ক্লাব, ২৭ আগস্ট বিলজোকা ও ভায়েটা কিশোর ক্লাব এবং ২৮ আগস্ট ২০১৯ বাঘিল কিশোরী ও বিক্রমহাটি কিশোর ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় ছয়টি ক্লাবের মোট ১৮০ জন কিশোর-কিশোরী (প্রত্যেক ক্লাবে ৩০ জন করে) অংশগ্রহণ করে। কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় তাদের ভূমিকা এবং ডেঙ্গুসহ বিভিন্ন মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা

এসময় স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

কেজিএফ কর্মসূচির অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত...

কেজিএফ কর্মসূচির ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট, কর্মসূচির বর্তমান অগ্রগতি এবং চলতি ঘাটতি পূরণে সংশ্লিষ্ট কর্মীদেরকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করার উদ্দেশে কর্মকর্তা ও কর্মীদের সমন্বয়ে এক অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এসএসএস-এর টাঙ্গাইল ফাউন্ডেশন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ৬ আগস্ট ২০১৯ দুপুর আড়াইটায় এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে KGF (Kuwait Goodwill Fund for Promotion of Food Security in Islamic Countries) কর্মসূচি টাঙ্গাইলের সখিপুর, তক্তারচালা, এলেঙ্গা ও কালিহাতি শাখায় শুরু করে । এরপর চাপড়ী শাখায় সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পের কৃষিভিত্তিক কার্যক্রম সংস্থার সুরুজ, দাইন্যা ও বৈল্যা শাখায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

কর্মশালায় চলতি অর্থবছরে কেজিএফ কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপক (কৃষি) ড. এমএ হায়দার। পরিকল্পনা উপস্থাপনার পাশাপাশি তিনি গত অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিভিন্ন ঘাটতিসমূহ পূরণে সকলকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

কর্মশালার শুরুতে কর্মসূচির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি, গত বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন, ঘাটতিসমূহ প্রভৃতি মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এসময় এসএসএসএর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ড্রাগন চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস

ড্রাগন ফলচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ-দিবস

উদ্যোক্তা পর্যায়ে ড্রাগন ফল চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ দাইন্যা চৌধুরী গ্রামে নূরজাহান বেগমের প্রদর্শনী মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের প্রদর্শনী বাস্তবায়নকারী ১৫ জন কৃষকসহ এলাকার অর্ধশতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

মাঠ দিবসে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, মোবারক হোসেন ও নজরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রকল্পের প্রদর্শনী বাস্তবায়নকারী পাঁচজন ড্রাগনচাষী তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এদের একজন হলেন নূরজাহান বেগম। তিনি বলেন, ড্রাগন ফলচাষ অত্যন্ত লাভজনক। মাত্র ৮ শতাংশ জমিতে ৫৫টি খুঁটিতে উৎপাদিত ড্রাগন ফল বিক্রি করে তিনি ৪৫ হাজার টাকা আয় করেছেন। আরও ৩০-৩৫ হাজার টাকার ফল বিক্রি করা সম্ভব হবে। কৃষি কর্মকর্তা মোবারক হোসেন বলেন, 'আমার কর্মএলাকায় সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস কর্তৃক ড্রাগন ফলচাষ বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একই অফিসের কৃষি কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম তাঁর কর্মএলাকায় ড্রাগন ফলচাষ সম্প্রসারণ করার জন্য এসএসএস-এর সহায়তা কামনা করেছেন। অন্যদিকে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফুর রহমান উপস্থিত সকল কৃষককে এসএসএস-এর কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী ড্রাগন ফলচাষ করার পরামর্শ প্রদান করেন। এসময় এসএসএস-এর কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

বাল্য বিবাহ ও ছেলে ধরা প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালার একাংশ

বাল্য বিবাহ ও ছেলে ধরা প্রতিরোধবিষয়ক কর্মশালা

এসএসএস-এর কৈশোর কর্মসূচির আওতায় টাঙ্গাইলের পাঁচটি স্কুল ফোরামে বাল্য বিবাহ ও ছেলে ধরা প্রতিরোধ বিষয়ক পাঁচটি পৃথক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সবগুলি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এসএসএস-এর আয়োজনে। ১৪ সেপ্টেম্বর আশেকপুর জোবায়দা উচ্চ বিদ্যালয়, ১৫ সেপ্টেম্বর এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, ১৬ সেপ্টেম্বর পুলিশ লাইনস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ১৭ সেপ্টেম্বর বাঘিল কে কে উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এসএসএস-সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম স্কুল ফোরামে কর্মশালাগুলি অনুষ্ঠিত হয়।

পাঁচটি স্কুল ফোরামের মোট ১৫০ জন কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করে। কর্মশালায় বাল্য বিবাহের কুফল এবং ছেলে ধরা প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির ওপর আলোচনা করা হয়।

স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মীগণ এসব কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। কৈশোর কর্মসূচিটি এসএসএস ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সচেতনতা বিষয়ে ছয়টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত...

মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা কর্মকাণ্ডের অধীনে টাঙ্গাইলের ছয়টি কিশোর-কিশোরী ক্লাবে পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন করা ও মাদকসহ সকলপ্রকার নেশা পরিহারে সচেতনতাবিষয়ক শিরোনামে ছয়টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালাগুলি এসএসএস-এর আয়োজনে ১৪ সেপ্টেম্বর আশেকপুর কিশোর ক্লাব, ১৫ সেপ্টেম্বর পাড় দিঘুলিয়া কিশোরী ক্লাব, ১৬ সেপ্টেম্বর বিলজোকা কিশোর ক্লাব, ১৭ সেপ্টেম্বর ভায়েটা কিশোর ক্লাব, ১৮ সেপ্টেম্বর বাঘিল কিশোরী ক্লাব এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বিক্রমহাটি কিশোর ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় ছয়টি ক্লাবের মোট ১৮০ জন কিশোর-কিশোরী (প্রত্যেক ক্লাবে ৩০ জন করে) অংশগ্রহণ করে। কর্মশালায় কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক সম্মানবোধ সৃষ্টি এবং সকল প্রকার মাদকদ্রব্য থেকে যুব সমাজকে দূরে রাখতে সচেতনতা তৈরির ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

কর্মশালাগুলিতে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা-বিষয়ক কর্মশালা

এসএসএস বুলেটিন

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৯

৩১ আগস্ট ২০১৯ সকাল ১০টায় সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস-এর বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৯ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংস্থার সভাপতি মুর্শেদ আলম সরকারের সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন সদস্য সচিব ও এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া। সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সকল সদস্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ, বিশেষ করে গত বছরের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন ও বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট সর্বসম্মতিতে সভায় গৃহীত হয়।

সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ও উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে পূর্বের ৯ (নয়) সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদকেই আগামী পূর্ণ মেয়াদের জন্য বহাল রাখা হয়।

নির্ধারিত আলোচনা ছাড়াও বিবিধ আলোচনায় বিভিন্ন চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এসএসএস-এর বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৯এর একাংশ

সভার শুরুতে এসএসএস-এর পরলোকগত সকল কর্মকর্তা ও কর্মী, বিশেষ করে মো. মুজিবুর রহমান (পরিচালক, নিরীক্ষা) ও মো. হুমায়ুন কবীর (সহকারী পরিচালক)-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি মুর্শেদ আলম সরকার আগামী দিনগুলোতে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ থেকে সংস্থাকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

১৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান

এসএসএস-এর টাঙ্গাইল ফাউন্ডেশন অফিস সভাকক্ষে ১৮ অক্টোবর ২০১৯ এসএসএস-নাগা বৃত্তি প্রদান করা হয়। বিকাল আড়াইটায় অনুষ্ঠিত বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে ১৫০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বৃত্তির টাকা বিতরণ করা হয়।

এসএসএস-এর সহ-সভাপতি আব্দুর রউফ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপানের নাগরিক মি. মাছারু ইয়ামাগুচি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া, আংশিক বৃত্তিদাতা (এসএসএস-নাগা বৃত্তি) জাপানের বিশিষ্ট লেখক মি. সাতরু নাগা, কোরিয়ার মি. চোল হ্যান ও মিস. জিন হী হ্যান, জাপানের মিস. কাওরি কানিউজি এবং সংস্থার ঋণ কর্মসূচির পরিচালক সন্তোষ চন্দ্র পাল।

মি. মাছারু ইয়ামাগুচি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, জীবন খুবই আকর্ষণীয়। জীবনকে নিখুঁতভাবে অবলোকন করে এগিয়ে চলুন, আগ্রহ বৃদ্ধি করুন, একসময় দেখবেন আপনি অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছে গেছেন।

নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া টেকসই সমৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, মেধার বিকাশ ও জ্ঞান অর্জনে কঠোর অধ্যয়নের বিকল্প নেই। একজন শিক্ষার্থীর গড়ে দৈনিক ১০-১৫ ঘণ্টা লেখাপড়া করা উচিত। তিনি আরও বলেন, পরীক্ষায় ভাল ফল অর্জন করা-ই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বরং--বিদ্যা লাভ, দক্ষতা অর্জন,

একজন ছাত্রী বৃত্তির নগদ অর্থ গ্রহণ করছেন

জ্ঞানের প্রয়োগ ও প্রসার এবং আর্থসামাজিক কল্যাণ সম্প্রসারণ করাটাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। সভাপতি আব্দুর রউফ খান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, বৃত্তির টাকা লেখাপড়ার খরচের তুলনায় অতি-সামান্য। কিন্তু বৃত্তি পাওয়াটা অত্যন্ত সম্মানের। সংস্থা হতে শিক্ষা-সহায়ক এই বৃত্তি প্রদান কল্যাণবর্ধন কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম। তবে এই টাকা যথাযথভাবে লেখাপড়ায় ব্যয় করতে হবে। শ্রম ও মেধার নিবিড় সমন্বয়ে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংস্থার শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির পরিচালক জনাব আবদুল লতীফ মিয়া।

আলোচনা-পর্ব শেষে ষষ্ঠ থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১৫০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯ প্রান্তের বৃত্তির নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, এসএসএস-নাগা বৃত্তি বছরে দুবার দেওয়া হয়। প্রতিবার মাথাপিছু তিন হাজার টাকা করে বার্ষিক ছয় হাজার টাকা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বৃত্তি-প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ। ■

■ ফোন: ০৯২১-৬৩১৯৫, ৬৩৬২২ ■ ফ্যাক্স: ৮৮-০৯২১-৬৩৯৩১ ■ ই-মেইল: ssstgl@btcl.net.bd, ssstgl@yahoo.com ■ Website: www.sss-bangladesh.org